আমরা জানি, শিক্ষা হলো সকল তালার চাবি। কিন্তু সেই শিক্ষা যদি হয় "মুখিস্থত বিদ্যা" তবে আসলে সেই শিক্ষা জীবনের কোন তালা খুলতেই সাহায্য করে না।

আমরা যদি একটু রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধের সাথে আমাদের বর্তমান যুগের তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারব এবং সাথে হালকা আশ্চর্য ও হবো বটে। কারন রবীন্দ্র নাথের সেই যুগ পার করে এসেছি অনেক আগে, তারপরও মাঝ খানে এতগুলো যুগ গিয়েছে, আমরা বাঙালী রা আজকে উন্নয়ন শীল জাতি কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই একই রয়ে গিয়েছে, কোন পরিবর্তন নেই। বাঙালিরা আজও পাঠ্যবইয়ের বাহিরে কিছু ভাবতে পারে না। বাইরের জগৎ সম্পর্কে, পাঠ্য বইয়ের বাহিরে যদি কোন জাতির ধারণাই না থাকে তবে সে জাতি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে

কি করে!!! এ জাতি সাহিত্য চর্চা করাকে মনে করে সময় নষ্ট, পাঠ্য-বইয়ের-বাহিরে সকল কিছু তাদের জন্য বিলাসিতা, তারা এসকল কিছু করতে বাধা দেয়। আমরা বাঙালি পড়াশোনা করিই অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে। এখানে জ্ঞান লাভ করার কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু আমাদের সুশিক্ষিত হতে হলে পাঠ্য বইয়ের বাহিরেও জ্ঞানচর্চা করতে হবে। জ্ঞানকে প্রসার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথও এটিই বলতে চেয়েছেন তার প্রবন্ধে।

Scanned with CamScanner